স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সার-সংক্ষেপ

ক্র: নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগের নাম	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসি এফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন-সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১)	স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	২	২	-	-	১	২	৬৭%-১৫০%	১	৮৮.৯২%

১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা : ২০১২-১৩ অর্থবছরের এডিপিতে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর বিপরীতে অন্তর্ভুক্ত ০২ (দুই)টি প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে।

২। সমাপ্তকৃত প্রকল্পের প্রকৃত ব্যয় ও মেয়াদকাল : সমাপ্ত প্রকল্প ০২ (দুই)টির মধ্যে ১টির মূল অনুমোদিত ব্যয় ও বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধি ঘটে এবং ১টির বাস্তবায়নকালের বৃদ্ধি ঘটে।

৩। সমাপ্ত প্রকল্পের ব্যয় ও মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ : বাস্তবায়ন পর্যায়ে নির্মাণ, যন্ত্রপাতি/সরঞ্জামাদি, আসবাবপত্র ইত্যাদির মূল্য বৃদ্ধির কারণে প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ঘটে।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চিহ্নিত সমস্যা ও সুপারিশ :

সমস্যা	সুপারিশ
প্রকল্পের নাম ঃ "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	
৪.১ **নির্মাণ কাজের বর্তমানে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ** : পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন ভবনে কতিপয় সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন- (ক) রেডিওলজী বিভাগের এম.আর.আই কন্ট্রোল রুমে ডাক লাইন দিয়ে পানি পড়ে; (খ) প্যাথলজী বিভাগের ২০৪ এবং ২০৫ নং রুমের বাথরুমের পানির লাইনের পানি রুমে প্রবেশ করে; (গ) বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে ২০৬ নং রুমের ফলস সিলিং এর উপরে বাথরুমের পানির লাইনের পানি পড়ে; (ঘ) ব্লাড ব্যাংকের ২০৯, ২১০ নং রুমের এ/সি এবং বাথরুমের লাইনের পানি পড়ে; (ঙ) ৫০৭ নং ওয়ার্ডের দেয়ালে লোনা ধরে ঝরে পড়ছে; (চ) সকল ওয়ার্ডের দুইপাশের বাথরুমের দেয়াল ভেজা থাকায় দেয়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; (ছ) এসেনসিয়াল এবং ষ্টাফ ডরমেটরীতে বাথরুমের কল, বেসিন এবং দরজা নষ্ট; এবং (জ) নার্স ডরমেটরী ভবনটির বাইরের ওয়ালে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ফাটল ধরেছে। গণপূর্ত বিভাগ প্রতিনিধি হাসপাতাল ভবন হস্তান্তরের পূর্বে এসব প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পন্ন নিশ্চিত করবেন মর্মে জানিয়েছেন।	৪.১ নির্মিত ভবনগুলো পরিদর্শনের সময় নির্মাণ কাজের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ (অনুচ্ছেদ ১৫.১) অতি দ্রুত মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন;
৪.২ **গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণকৃত ভবনসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা :** পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ ধারা-১২ এর উপ-ধারা-৩ অনুযায়ী "স্বত্বাধিকারী (owner) মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ সমগ্র ক্রয় এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান এবং ক্রয়কার্য সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং অর্পিত ক্রয়কার্য সমাপ্তির পরে নির্বাহী এজেন্সীর নিকট হইতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করার" নির্দেশনা থাকলেও অদ্যাবধি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি। উল্লেখ্য, ১২ সেপ্টেম্বর,২০১২ তারিখে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়েছে।	৪.২ গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের (অনুচ্ছেদ ১৫.১) প্রয়োজনীয় মেরামত নিশ্চিত করবে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভবনসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বিষয়ে দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;
৪.৩ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over-run) ঃ** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ২৫/০১/২০০৫ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং	৪.৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার আওতায়

বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ৪ বছর (২০০৩-২০০৭ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ৩ বার প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদবৃদ্ধি করা হয় এবং জুন,২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ১০ বছর ব্যয় হয়েছে, যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৬ বছর বেশী (১৫০%)। ৪ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ১৫০% বেশী সময় ব্যয়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। অন্যদিকে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ১২২২২.১২ লক্ষ টাকা থেকে ২ বার সংশোধনপূর্বক ২১৩৭১.৬৩ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৮৬৮.৬৪ লক্ষ টাকা (৮৮.৯২%)। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে একদিকে এর বাস্তবায়ন ব্যয় কম হতো, অন্যদিকে এর সুফল জনগণ সঠিক সময় থেকেই ভোগ করতে পারত।	বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহে যেন এ ধরণের অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান, কষ্ট ওভাররান এবং দফায় দফায় ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন; এবং
৪.৪ **ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা না দেয়া :** এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩১৭১.৬৩ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৩০৯০.৭৬ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত জিওবি টাকার পরিমাণ ২৪৬৭৬.২৪ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের পর ১৫৮৫.৪৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর পত্রের মাধ্যমে সমর্পন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা (১৩ নভেম্বর,২০১২) অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সি.এ.ও বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে সমর্পনের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।	৪.৪ প্রকল্পের মেয়াদকালে বছরওয়ারী অব্যয়িত অর্থ (সর্বমোট ১৫৮৫.৪৮ লক্ষ টাকা) যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা না হয়ে থাকলে, তা সরকারি কোষাগারে জমাদান অথবা বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে।
ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন	
১.১ প্রকল্পটি মূলত ইএনটি/হেড-নেক ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মিত হাসপাতালটিতে ক্যান্সার বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসা সেবার জন্য পূর্নকালীন বিশেষজ্ঞ জনবল এবং রেডিয়েশন ইউনিট নেই। LINAC (Linear Accelerator) ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি গুরন্নত্বপূর্ন যন্ত্র, যা এখনও সংগ্রহ করা হয়নি। এখন পর্যন্ৰ ইএনটি/হেড-নেক ক্যান্সার চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে হাসপাতালটি পরিচালনা করা হচ্ছে না। এতে এ ধরনের ক্যান্সার রোগীরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন। ১.২ একই হাসপাতালে দ'ধরণের রোগী (ফাউন্ডেশনের রোগী ও প্রাইভেট রোগী) পাশাপাশি চিকিৎসা করা হচ্ছে। একই হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানের ৰেত্রে রোগীদের এভাবে বিভাজন করা হলে চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক রোগী পরীৰায় যত্ন, সময় প্রদান, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি দ'ধরনের রোগীর ৰেত্রে তারতম্য (Inequality) সৃষ্টি করতে পারে, যা মোটেই সমীচীন হবে না ; ১.৩ মূল সড়কের সাথে হাসপাতালটির সংযোগ সড়কে বড় ধরণের কোন সাইনবোর্ড নেই ; ১.৪ হাসপাতালটি Strategic এ অবস্থিত। অর্থাৎ শেরে বাংলা নগরস্থ হাসপাতাল জোন-এ এর অবস্থান। এছাড়া চৰু হাসপাতালের সন্নিহিত উত্তর-পার্শ্বে এর অবস্থান। এৰেত্রে ইএনটি এবং চৰু চিকিৎসায় One Area Service প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ হাসপাতালের প্রচার -প্রচারণা কম। অর্থাৎ হাসপাতালটির আওতায় প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং গরীবদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি সম্পর্কে গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়) কোন প্রচার প্রচারণা নেই ; এবং ১.৫ দরিদ্র রোগীকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট	১.১ নবনির্মিত এ হাসপাতালের অন্যতম বিভাগ হিসেবে রেডিয়েশন ইউনিট চালুর লৰ্যে কর্তৃপৰ সত্বর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে ; ১.২ হাসপাতালটির আওতায় প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা (সিটিজেন চার্টার) উলেস্নখপূর্বক সকলের দৃষ্টিগোচরে একটি সাইনবোর্ড লাগাতে হবে ; ১.৩ হাসপাতালের রোগীদের ফাউন্ডেশন রোগী ও প্রাইভেট রোগী হিসেবে বিভাজন করা যাবে না। এ লৰ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে ; ১.৪ হাসপাতালটিতে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করতে হবে ; ১.৫ হাসপাতালের রোগী সংক্রান্ৰ তথ্যাদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় যথারীতে প্রেরণ করতে হবে ; এবং ১.৬ হাসপাতালটির আওতায় প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে গণমাধ্যেমে প্রচার-প্রচারনা চালানো প্রয়োজন।

গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়নি।	

"ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস স্থাপন (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্ত ঃ জুন,২০১৩)

১। **প্রকল্পের অবস্থান** ঃ শের-ই- বাংলা নগর, ঢাকা।

২। **বাস্তবায়নকারী সংস্থা** ঃ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

৩। **প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ** ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪। **প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় (জুন,২০১০৩ পর্যন্ত)	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)
১২২২২.১২	২৩১৭১.৬৩	২৩০৯০.৭৬	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০০৭ (৪৮ মাস)	জুলাই,২০০৩ হতে ডিসেম্বর,২০১১ (১০২ মাস)	জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০১৩ (১২০ মাস)	১০৮৬৮.৬৪ (৮৮.৯২%)	৭২ মাস (১৫০%)

৫। **প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রাপ্ত পিসিআর-এর ভিত্তিতে)** ঃ

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
১.	জনবল (কর্মচারী)	সংখ্যা	৪	১৬.৩৫	৪ (১০০%)	১২.৭৩ (৭৭.৮৬%)
২.	ভাতাদি	থোক	থোক	১৯.০৭	থোক	১৭.৪২ (৯১.৩৫%)
৩.	রেজিস্ট্রেশন ফি	থোক	থোক	৩৪.৫৬	থোক	৩৪.৫৬ (১০০%)
৪.	পিওএল	থোক	থোক	১০.০০	থোক	১০.০০ (১০০%)
৫.	এমএসআর	সংখ্যা	৪৩০২০	৮০.০০	৪৩০২০ (১০০%)	৮০.০০ (১০০%)
৬.	ড্রাগস এবং মেডিসিন	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৪.৯৯ (৯৯.৯৯%)
৭.	বুক এন্ড জার্নাল	থোক	থোক	২০.০০	থোক	১৯.৮৫ (৯৯.২৫%)
৮.	কন্টিনজেন্সী	থোক	থোক	২৪৫.০০	থোক	২৪৫.০০ (১০০%)
৯.	টেলিফোন, পোস্টাল, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট বিল	থোক	থোক	০.৭৫	থোক	০.৬৫ (৮৬.৬৭%)
১০.	কিচেন সামগ্রী	থোক	থোক	১৫.০০	থোক	১৪.১৪ (৯৪.২৭%)
১১.	যানবাহন মেরামত	থোক	থোক	৫.০০	থোক	৫.০০ (১০০%)
১২.	আসবাবপত্র মেরামত	থোক	থোক	১.০০	থোক	০.৮৫ (৮৫%)
১৩.	কম্পিউটার এন্ড অফিস যন্ত্রপাতি মেরামত	সেট	৩	৩.০০	৩ (১০০%)	৩.০০ (১০০%)
১৪.	অফিস ভবন মেরামত	থোক	থোক	১.০০	থোক	১.০০ (১০০%)
১৫.	মেশিনারিজ যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	৬৬৭১১	১২৪৭৪.৩৮	৬৬৭১১ (১০০%)	১২৪৭৪.৩৩ (৯৯.৯৯%)
১৬.	অফিসিয়াল যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৬২	৫০.০০	২৬২ (১০০%)	৪৯.৭৫ (৯৮%)
১৭.	আসবাবপত্র	সংখ্যা	৬৪৭৩	৪৮০.০১	৬৪৭৩ (১০০%)	৪৮০.০১ (১০০%)
১৮.	যানবাহন (কার-১টি, মাইক্রোবাস-১টি, জীপ-১টি, পিক-আপ ১টি, বাস-১টি এবং এ্যাম্বুলেন্স-২টি)	সংখ্যা	৭	২৭৯.২৭	৭ (১০০%)	২৭৯.২৭ (১০০%)
১৯.	জমি অধিগ্রহণ	একর	৩	৫৯১.৩১	২.৯৭ (৯৯.৯৭%)	৫৯১.৩১ (১০০%)
২০.	ভৌত ও নির্মাণ	স্কঃমিঃ	৩৪৯৫০০	৮৩৪০.৯৩	৩৪৯৫০০ (১০০%)	৮৩৪০.৯৩ (১০০%)
২১.	সিডি/ভ্যাট	থোক	থোক	৫০০.০০	থোক	৪২৫.৯৭ (%)

ক্রমিক নং	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা		প্রকৃত বাস্তবায়ন (জুন,২০১৩ পর্যন্ত)	
			বাস্তব	আর্থিক	বাস্তব	আর্থিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)
	সর্বমোট ঃ			২৩১৭১.৬৩	১০০%	২৫০৮২.৭৮০ ২৭৬ (৯৯.৬৫%)

৬। **কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ** ঃ প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে পিসিআর-এর তথ্যানুযায়ী কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৭। **সাধারণ পর্যবেক্ষণ** ঃ

৭.১ **পটভূমি** ঃ দেশের সাধারণ মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে ৬০ বছরের উর্ধ্বের জনসংখ্যার হার বৃদ্ধি পাচ্ছে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে Stroke সহ অন্যান্য স্নায়ুরোগ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া যে কোন বয়সে Acute Head Injury, Brain Tumour সহ অন্যান্য রোগ হতে পারে। সুনির্দিষ্ট কোন জরিপ না থাকলেও অনুমান করা যায় যে, দেশে প্রায় ৬০ লক্ষ পক্ষাঘাতগ্রস্থ রোগী রয়েছে এবং এ রোগের চিকিৎসা দীর্ঘ মেয়াদী ও ব্যয় বহুল। তাই দরিদ্র জনগণের পক্ষে সুচিকিৎসা প্রাপ্তি অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। ফলে সামষ্টিকভাবে দেশের উৎপাদনশীলতা বিঘ্নিত হয়। তাই ১৯৯৪ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও পরবর্তীতে আরও ৭টি পুরাতন মেডিকেলসহ মোট ৮টি হাসপাতালে সীমিত সুযোগ প্রদান করে স্নায়ুবিজ্ঞান বিভাগ খোলার মাধ্যমে এ রোগের চিকিৎসা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্ত অপ্রতুল। তাছাড়া এ রোগের চিকিৎসার জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সংখ্যাও অপ্রতুল। এ পরিস্থিতিতে ঢাকার শেরে বাংলা নগর এলাকায় "ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব নিউরোসায়েন্সেস" শীর্ষক ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি নিউরোসায়েন্সেস ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল স্থাপনকল্পে স্নায়ুরোগের চিকিৎসা প্রদানের পাশাপাশি নিউরোলজি, নিউরোসার্জারী বিষয়ে PhD. MS. MD. এবং Diploma কোর্সের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক তৈরী এবং স্নায়ুরোগের আধুনিক চিকিৎসাসহ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিদেশের উপর নির্ভরশীলতা বহুলাংশে হ্রাস করার লক্ষ্যে বিবেচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়।

৭.২ **উদ্দেশ্য** ঃ প্রকল্পটির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হল ঃ

(ক) স্নায়ু রোগীদের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং সেবার পরিধি পর্যায়ক্রমে জেলা ও তৎনিম্ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ;

(খ) নিউরোসায়েন্সেস বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৃষ্টি;

(গ) গবেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন;

(ঘ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান;

(ঙ) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিউরোলজি ও নিউরোসার্জারী বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

(চ) নিউরোসায়েন্সে/নিউরোসার্জিক্যাল রোগ ও তার প্রতিরোধের বিষয়ে প্রকাশনা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম-এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৮। **প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন অবস্থা** ঃ

৮.১ **প্রকল্পের অনুমোদন:** প্রকল্পটির মূল পিসিপি'র (প্রকল্প সারপত্র, এ ছকের বর্তমানে ব্যবহার নেই) উপর অনুষ্ঠিত পিইসি সভার সুপারিশের আলোকে পুনর্গঠিত পিসিপি ১২২২২.১২ লক্ষ টাকা (সম্পূর্ণ জিওবি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে গত ২৫/০১/২০০৫ তারিখে "একনেক" বৈঠকে অনুমোদিত হয়। একনেক অনুমোদিত প্রকল্পটির বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০০৭ পর্যন্ত। পরবর্তীতে প্রকল্পটির ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে আইএমইডি'র সুপারিশক্রমে বাস্তবায়নকাল জুন,২০০৮ পর্যন্ত (১ বছর) বৃদ্ধি করা হয়।

৮.২ **প্রকল্প সংশোধনঃ** প্রকল্পের scope পরিবর্তন এবং মোট প্রকল্প ব্যয় হ্রাস পাবার কারণে সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে লক্ষ্যে গত ১১/০৫/২০০৮ তারিখে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক ১ম সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হয়, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ১০৮৪৮.০৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়নকাল ছিল জুলাই,২০০৩ হতে জুন,২০১০ পর্যন্ত। অত:পর ২য় সংশোধিত প্রকল্পটি গত ১৩/০৭/২০১০ তারিখে ২৩১৭১.৬৩ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই,২০০৩ হতে ডিসেম্বর,২০১১ মেয়াদে অনুমোদিত হয়। পরবর্তীতে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে বাস্তবায়নকাল ডিসেম্বর,২০১২ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ডিপিপি'র মোট প্রাক্কলিত ব্যয় অপরিবর্তীত রেখে আন্তঃখাত সমন্বয় করে ১১/১১/২০১২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে তা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। বাস্তবায়নাধীন অবস্থায় প্রকল্পের ভৌত ও নির্মাণ কাজ সম্পর্কে আইএমইডি এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শনকালে চিহ্নিত নির্মাণজনিত ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সংশোধনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদকাল ৬ মাস বৃদ্ধি করে জুন,২০১৩ এ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

৯। **মূল্যায়ন পদ্ধতি (Methodology):** মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি প্রণয়নে নিম্নোক্ত দলিলাদি/তথ্যাদি বিবেচনা করা হয়েছে :

(ক) সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ডিপিপি ও আরডিপিপি পর্যালোচনা;

(খ) মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রেরিত পিসিআর পর্যালোচনা;

(গ) এডিপি/আরএডিপি পর্যালোচনা;

(ঘ) কাজের মান ও বাস্তব অগ্রগতি যাচাই এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সরেজমিনে পরিদর্শন;

(ঙ) প্রকল্পের ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা; এবং

(চ) প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা।

১০। **প্রকল্প পরিদর্শন** ঃ আইএমইডি কর্তৃক গত ০৯/০৮/২০১৪ তারিখে প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কার্যক্রম পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে হাসপাতালের পরিচালক, যুগ্ম-পরিচালক, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, গণপূর্ত বিভাগের উপ-সহকারী প্রকৌশলী এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপস্থিত থেকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন।

১০.১ প্রকল্পের আওতায় হাসপাতাল ভবনসহ অন্যান্য কাজের জন্য ডিপিপি নির্ধারিত ২৩১৭১.৬৩ লক্ষ টাকার মধ্যে ৮৩৪০.৯৩ লক্ষ টাকা নির্মাণ সংস্থা গণপূর্ত অধিদপ্তর-এর কাছে হস্তান্তর করা হয়। সে অনুযায়ী সমুদয় নির্মাণ কাজ গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হয়েছে। নির্মাণ কার্যক্রমসমূহের মধ্যে মূল ভবন নির্মাণ, ৪টি ডরমেটরী নির্মাণ, বাউন্ডারী ওয়াল এবং এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শিত ভবন, বাউন্ডারী ওয়াল এবং এ্যাপ্রোচ সড়কের বর্ণনা ও অন্যান্য তথ্যাদি নিম্নরূপঃ

(ক) মূল ভবন নির্মাণ (বৈদ্যুতিক সংযোগসহ)ঃ প্রকল্পটির আওতায় ১ম পর্যায়ে ১০ তলা ফাউন্ডেশনে বেইজমেন্টসহ ৯ তলা (৩,৪৯,৫০০ বর্গফুট) বিশিষ্ট হাসাপাতাল কাম একাডেমিক ভবনসহ মূল ভবন নির্মাণের জন্য ডিপিপিতে সংস্থান ছিল ৩৫৬৪.২৭ লক্ষ টাকা। ডক্টরস্ ডরমেটরী, নার্স ডরমেটরী, পোস্ট গ্রাজুয়েট ডরমেটরী এবং এসেনসিয়াল স্টাফ ডরমেটরী প্রতিটি ৬ তলা ফাউন্ডেশনে ৬ তলা ভবন নির্মিত হয়েছে। এছাড়া একটি সাব-স্টেশন নির্মাণ করা হয়েছে। মূল ভবনের নীচতলায় ইমার্জেন্সী, বহির্বিভাগ, রেডিওলজী ও কিচেনের সংস্থান রাখা হয়েছে। ২য় তলায় ফিজিক্যাল মেডিসিন, প্যাথলজী, রেডিওলজীর অংশবিশেষ ও ১টি ক্যান্টিন; ৩য় তলায় প্রশাসনিক, ক্লাস রুম (৪টি), প্রফেসরদের রুম ও ডক্টরস্ ক্যান্টিন; ৪র্থ তলায় ওটি, পোস্ট অপারেটিভ, আইসিইউ, স্টোর এবং ৫ম-৭ম তলা ওয়ার্ড ও ৮ম ও ৯ম তলায় কেবিন রাখা হয়েছে। ভবনটি ১২ সেপ্টেম্বর,২০১২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক উদ্বোধনসহ চালু করা হয়েছে। তবে এখনও গণপূর্ত বিভাগ কর্তৃক হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্মাণ কাজ বুঝে নেয়নি। ভবনটি নির্মাণের জন্য ৩৬৬৬.৪৮ লক্ষ টাকা চুক্তিমূল্যে ১২/১০/২০০৬ হতে ১১/০৬/২০০৯ মেয়াদে (৩২ মাস) বাস্তবায়নের জন্য প্রজেক্ট বিল্ডার্স লিমিটেডকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়, যা ক্রয় কমিটি কর্তৃক যথাযথভাবে অনুমোদিত। বাহ্যত: নির্মাণ কাজের মান সন্তোষজনক।

মূল ভবন

(খ) **জনবল, যানবাহন সংগ্রহ ও যন্ত্রপাতি:** প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী বাস্তবায়নকালে ৬ জন কর্মচারী কাজ করেছেন। ১ম পর্যায় বাস্তবায়নোত্তর ৪৩৩ জন জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্পের সংস্থান অনুযায়ী ৭টি গাড়ীই ক্রয় করা হয়েছে। ইতোমধ্যে গাড়ীগুলো টিওইভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ১৫টি ডিপার্টমেন্টের জন্য ২০টি প্যাকেজে ৬৬,৭১১টি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১। <u>প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি</u> ঃ

প্রকল্পের আওতায় জুন,২০১৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি হয়েছে মোট ২৩০৯০.৭৬ লক্ষ টাকা, যা অনুমোদিত প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৯৯.৬৫% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%। প্রকল্পের বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্ত ও ব্যয়ের চিত্র নিম্নরূপঃ

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি			ব্যয়			অব্যয়িত অর্থ
	রাজস্ব	মুলধন	মোট	রাজস্ব	মুলধন	মোট	রাজস্ব	মুলধন	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
২০০৩-২০০৪	০.০০	০.০০	৩৬০.০০	০.০০	৩৬০.০০	৩৬০.০০	০.০০	০.০০	৩৬০.০০	০.০০
২০০৪-২০০৫	০.০০	০.০০	৩৬.৬৮	০.০০	০.০০	৩৬.৬৮	০.০০	০.০০	৩৬.৬৮	০.০০
২০০৫-২০০৬	০.০০	০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	১২৫০.০০	০.০০	০.০০	২২৫.২২	১০২৪.৭৮
২০০৬-২০০৭	০.০০	০.০০	৮১১.৭৩	০.০০	০.০০	৮১১.৭৩	০.০০	০.০০	৮১১.৭৩	০.০০
২০০৭-২০০৮	৩২.০০	১০১০.০০	১০৪২.০০	৩২.০০	১০১০.০০	১০৪২.০০	২৭.০৩	১০১০.০০	১০৩৭.০৩	৪.৯৭
২০০৮-২০০৯	১২.০০	১১১৩.০০	১১২৫.০০	১২.০০	১১১৩.০০	১১২৫.০০	১১.৯৬	১১১৩.০০	১১২৪.৯৬	০.০৪
২০০৯-২০১০	২৮.০০	১৯৭২.০০	২০০০.০০	২৮.০০	১৯৭২.০০	২০০০.০০	১৩.৯৯	১৯৭২.০০	১৯৮৫.৯৯	**১৪.০১**
২০১০-	৪০০.০০	৭৬০০.০০	৮০০০.০০	৪০০.০০	৭৬০০.০০	৮০০০.০০	২০১.২৮	৭৫২০.৭৬	৭৭২২.০৪	২৭৭.৯৬

২০১১										
২০১১-২০১২	২৪১.২৪	৭২৫৪.০০	৭৪৯৫.২৪	২৪১.২৪	৬৯১৩.৭৬	৭১৫৫.০০	১১১.১২	৬৭৮৬.৫৫	৬৮৯৭.৬৭	২৫৭.৩৩
২০১২-২০১৩	৮৭.০০	২৮৮২.৮৩	২৯৬৯.৮৩	৮৭.০০	২৮০৮.৮৩	২৮৯৫.৮৩	৮০.৯০	২৮০৮.৫৪	২৮৮৯.৪৪	৬.৩৯
মোট ঃ	**৮০০.০০**	**২১৮৩২**	**২৫০৯০.৪৮**	**৮০০.০০**	**২১৭৭৭.৫৯**	**২৪৬৭৬.২৪**	**৪৪৬.০০**	**২১২১১.০০**	**২৩০৯০.৭৬**	**১৫৮৫.৪৮**

উপরের সারণী হতে দেখা যায় যে, প্রকল্পটির পুরো মেয়াদে সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ ছিল ২৫০৯০.৪৮ লক্ষ টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২৪৬৭৬.২৪ লক্ষ টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ হতে ২৩০৯০.৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থের পরিমাণ ১৫৮৫.৪৮ লক্ষ টাকা, যা প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর প্রকল্প পরিচালকের স্বাক্ষরে পত্রের মাধ্যমে সমর্পন করেছেন।

১২। **<u>প্রকল্প পরিচালক সম্পর্কিত তথ্য</u>** ঃ অনুমোদিত প্রকল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে (প্রেষণে) থাকা কর্মকর্তাদের নাম ও পদবী, যোগদানের তারিখ ও বদলীর তারিখ নিম্নে দেওয়া হল ঃ

নাম ও পদবী	পূর্ণকালীন	খন্ডকালীন	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
প্রফেসর ডাঃ কাজী দীন মোহাম্মদ প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	২২/০৬/২০১৪	১০/০১/২০১২
প্রফেসর ডাঃ মোঃ বদরুল আলম প্রকল্প পরিচালক	পূর্ণকালীন	-	১১/০১/২০১২	৩০/০৬/২০১৩

১৩। **প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন** ঃ

পরিকল্পিত উদ্দেশ্য		অর্জিত ফলাফল	
(ক)	স্নায়ু রোগীদের বিশেষায়িত চিকিৎসা সেবা প্রদান এবং সেবার পরিধি পর্যায়ক্রমে জেলা ও তৎনিম্ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ;	(ক)	প্রকল্পের আওতায় স্নায়ু রোগীকে বিশেষায়িত ও আধুনিক চিকিৎসা সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ঢাকার শের-ই-বাংলা নগরে ইমার্জেন্সী (২০ বেড), আইসিইউ (১৫ বেড), এইচডিইউ (৮ বেড)সহ মোট ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন করা হয়েছে। তবে প্রকল্পের আওতায় বিশেষায়িত সেবা সৃষ্টি হলেও পর্যায়ক্রমে এ ধরনের সেবা জেলা ও তদনিম্ন পর্যায়ে সম্প্রসারণের কোন কার্যক্রম ডিপিপিতে ছিল না বিধায় এ উদ্দেশ্যটির আংশিক অর্জিত হয়নি;
(খ)	নিউরোসায়েন্সেস বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সৃষ্টি;	(খ)	স্নাতকোত্তর কোর্স চালুর বিষয়টি সরাসরি প্রকল্পের কোন অংগভুক্ত নয়। তবে ইনস্টিটিউট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে পোস্ট-গ্রাজুয়েশন কোর্স চালু হবে;
(গ)	গবেষণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন;	(গ)	প্রকল্পের আওতায় কিংবা ইনস্টিটিউট-এর অর্গানোগ্রামে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোন জনবল নেই। প্রকল্পের আওতায় কোন গবেষণা ইউনিট প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রকল্পের আওতায় এ বাবদ কোন বরাদ্দ বা সংস্থান ছিল না। ফলে উদ্দেশ্যটি অর্জিত হয়নি;
(ঘ)	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান;	(ঘ)	ইনস্টিটিউটের হাসপাতাল ভবনটি পুরোপুরি চালু হওয়ায় বিভিন্ন পোস্ট গ্রাজুয়েট কোর্সের ছাত্র-ছাত্রীদেরে উচ্চতর প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে;
(ঙ)	স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিউরোলজি ও নিউরোসার্জারী বিষয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং	(ঙ)	হাসপাতালটি পুর্ণাংগরূপে চালু হওয়ায় স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ছাত্র-ছাত্রীদের নিউরোলজি ও নিউরোসার্জারী বিষয়ে বিশেষায়িত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রদান সহজতর হয়েছে; এবং
(চ)	নিউরোসায়েন্সে/নিউরোসার্জীক্যাল রোগ ও তার প্রতিরোধের বিষয়ে প্রকাশনা, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া, সেমিনার এবং সিম্পোজিয়াম-এর মাধ্যমে সাধারণ জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	(চ)	প্রচার-প্রচারণার জন্য ডিপিপিতে কোন অর্থ বরাদ্দ না থাকায় এ ধরনের কোন কার্যক্রম গৃহীত হয়নি।

১৪। **উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হলে এর কারণ** ঃ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত হয়েছে। তবে গবেষণা, প্রচার-প্রচারণা কার্যক্রম প্রকল্পের উদ্দেশ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও এ বাবদ ডিপিপিতে কোন বরাদ্দ ছিল না বিধায় কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি।

১৫। **প্রকল্প বাস্তবায়ন সমস্যা** ঃ

১৫.১ **নির্মাণ কাজের বর্তমানে বিদ্যমান ত্রুটিসমূহ** : পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন ভবনে কতিপয় সমস্যা পরিলক্ষিত হয়েছে, যেমন- (ক) রেডিওলজী বিভাগের এম.আর.আই কন্ট্রোল রুমে ডাক লাইন দিয়ে পানি পড়ে; (খ) প্যাথলজী বিভাগের ২০৪ এবং ২০৫ নং রুমের বাথরুমের পানির লাইনের পানি রুমে প্রবেশ করে; (গ) বায়োকেমিষ্ট্রি বিভাগে ২০৬ নং রুমের ফলস সিলিং এর উপরে বাথরুমের পানির লাইনের পানি পড়ে; (ঘ) ব্লাড ব্যাংকের ২০৯, ২১০ নং রুমের এ/সি এবং বাথরুমের লাইনের পানি পড়ে; (ঙ) ৫০৭ নং ওয়ার্ডের দেয়ালে লোনা ধরে ঝরে পড়ছে; (চ) সকল ওয়ার্ডের দুইপাশের বাথরুমের দেয়াল ভেজা থাকায় দেয়াল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে; (ছ) এসেনসিয়াল এবং ষ্টাফ ডরমেটরীতে বাথরুমের কল, বেসিন এবং দরজা নষ্ট; এবং (জ) নার্স ডরমেটরী ভবনটির বাইরের ওয়ালে নীচ থেকে উপর পর্যন্ত ফাটল ধরেছে। গণপূর্ত বিভাগ প্রতিনিধি হাসপাতাল ভবন হস্তান্তরের পূর্বে এসব প্রয়োজনীয় মেরামত সম্পন্ন নিশ্চিত করবেন মর্মে জানিয়েছেন।

কনফারেন্স রুম-৩

ডরমেটরী-৪

১৫.৩ **গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণকৃত ভবনসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন না করা :** পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা-২০০৮ ধারা-১২ এর উপ-ধারা-৩ অনুযায়ী "স্বত্বাধিকারী (owner) মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বা অধিদপ্তর বা পরিদপ্তর দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিসহ সমগ্র ক্রয় এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য কোন কর্মকর্তাকে মনোনয়ন প্রদান এবং ক্রয়কার্য সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মনিটরিং এর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং অর্পিত ক্রয়কার্য সমাপ্তির পরে নির্বাহী এজেন্সীর নিকট হইতে উহার কর্তৃত্ব গ্রহণ করার" নির্দেশনা থাকলেও অদ্যাবধি হস্তান্তর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়নি। উল্লেখ্য, ১২ সেপ্টেম্বর,২০১২ তারিখে ভবনটি উদ্বোধন করা হয়েছে।

১৫.৪ **প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্ব (Time Over-run) ও ব্যয় বৃদ্ধি (Cost over-run) ঃ** মূল প্রকল্পটি 'একনেক' কর্তৃক ২৫/০১/২০০৫ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং বাস্তবায়নকাল নির্ধারণ করা হয় ৪ বছর (২০০৩-২০০৭ পর্যন্ত)। পরবর্তীতে ৩ বার প্রকল্প সংশোধন ও মেয়াদবৃদ্ধি করা হয় এবং জুন,২০১৩ এ প্রকল্পটি সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়। এতে দেখা যায়, প্রকল্পটি বাস্তবায়নে মোট ১০ বছর ব্যয় হয়েছে, যা মূল অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল হতে ৬ বছর বেশী (১৫০%)। ৪ বছরে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত প্রকল্প ১৫০% বেশী সময় ব্যয়ে বাস্তবায়ন কোন অবস্থাতেই কাম্য নয়। অন্যদিকে প্রকল্পের মূল অনুমোদিত ব্যয় ১২২২২.১২ লক্ষ টাকা থেকে ২ বার সংশোধনপূর্বক ২১৩৭১.৬৩ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে অর্থাৎ মূল অনুমোদিত ব্যয় অপেক্ষা প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে ১০৮৬৮.৬৪ লক্ষ টাকা (৮৮.৯২%)। প্রকল্পটি যথাসময়ে বাস্তবায়িত হলে একদিকে এর বাস্তবায়ন ব্যয় কম হতো, অন্যদিকে এর সুফল জনগণ সঠিক সময় থেকেই ভোগ করতে পারত।

১৫.৫ **ছাড়কৃত অতিরিক্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে যথাযথভাবে জমা না দেয়া :**
এ প্রকল্পের সর্বশেষ সংশোধিত অনুমোদিত ব্যয় ২৩১৭১.৬৩ লক্ষ টাকা এবং সর্বমোট ব্যয় হয়েছে ২৩০৯০.৭৬ লক্ষ টাকা। পিসিআর পর্যালোচনা করে দেখা যায়- প্রকল্পের অধীনে মোট ছাড়কৃত জিওবি টাকার পরিমাণ ২৪৬৭৬.২৪ লক্ষ টাকা। জিওবি খাতে ছাড়কৃত অর্থ ব্যয়ের পর ১৫৮৫.৪৮ লক্ষ টাকা অব্যয়িত ছিল। ছাড়কৃত অব্যয়িত অর্থ প্রকল্প পরিচালক বছরওয়ারী প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা বরাবর পত্রের মাধ্যমে সমর্পন করেছেন। অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অর্থ অবমুক্তি ও ব্যবহার নির্দেশিকা (১৩ নভেম্বর,২০১২) অনুযায়ী উন্নয়ন বাজেটের অব্যয়িত অর্থ সমর্পনের ক্ষেত্রে প্রকল্পের অব্যয়িত সমুদয় অর্থ জিও জারীর ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তা সি.এ.ও বরাবরে আদেশ জারীর মাধ্যমে সমর্পনের বিধান থাকলেও এ প্রকল্পটির ক্ষেত্রে তা প্রতিপালন করা হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়।

১৬। **সুপারিশ ঃ**

১৬.১ নির্মিত ভবনগুলো পরিদর্শনের সময় নির্মাণ কাজের চিহ্নিত ত্রুটিসমূহ (অনুচ্ছেদ ১৫.১) অতি দ্রুত মেরামত/রক্ষণাবেক্ষণ প্রয়োজন;

১৬.২ গণপূর্ত অধিদপ্তর প্রতিবেদনে উল্লিখিত ত্রুটিসমূহের (অনুচ্ছেদ ১৫.১) প্রয়োজনীয় মেরামত নিশ্চিত করবে এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ভবনসমূহের হস্তান্তর প্রক্রিয়ার বিষয়ে দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

১৬.৩ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/সংস্থার আওতায় বাস্তবায়নাধীন/বাস্তবায়িতব্য প্রকল্পসমূহে যেন এ ধরণের অস্বাভাবিক টাইম ওভাররান, কষ্ট ওভাররান এবং দফায় দফায় ডিপিপি সংশোধন প্রয়োজন না হয় সে বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রয়োজন; এবং

১৬.৪ প্রকল্পের মেয়াদকালে বছরওয়ারী অব্যয়িত অর্থ (সর্বমোট ১৫৮৫.৪৮ লক্ষ টাকা) যথানিয়মে সরকারি কোষাগারে জমা না হয়ে থাকলে, তা সরকারি কোষাগারে জমাদান অথবা বার্ষিক রিকনসিলিয়েশন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করবে এবং আইএমইডিকে অবহিত করবে।

"ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন" শীর্ষক বিনিয়োগ প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

(সমাপ্তঃ জুন-২০১৩)

২.০ প্রকল্পের অবস্থান ঃ "ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান স্থাপন"

৩.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগ ঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

৪.০ বাস্ত্মবায়নকারী সংস্থা ঃ ইএনটি এন্ড হেড নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ।

৫.০ প্রকল্পের বাস্ত্মবায়নকাল ও ব্যয় ঃ

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয় মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	পরিকল্পিত বাস্ত্মবায়নকাল		প্রকৃত বাস্ত্মবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্ত্মবায়নকালের %)
মূল মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
২৪৯৩.৫৬ ১৪৯৬.৬১ (৯৯৬.৯৫)	-	২২৪৫.৩১ ১৪৫৯.৬৪ (৭৮৫.৬৭)	জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৩	জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৩	জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১৩	-	২ বছর (৬৭%)

৬.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক বাস্ত্মবায়ন (মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) এর ভিত্তিতে)ঃ

(লৰ টাকায়)

ক্রমিক নং	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের অংগ	একক	ডিপিপি অনুযায়ী লৰ্যমাত্রা				জুন, ২০১২ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি			
			আর্থিক			বাস্ত্মব (সংখ্যা)	আর্থিক			বাস্ত্মব (সংখ্যা)
			জিওবি	সংস্থার নিজস্ব	মোট		জিওবি	সংস্থার নিজস্ব	মোট	
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)	(৬)	(৭)	(৮)	(৯)	(১০)	(১১)
১।	অফিসারদের বেতন ও ভাতাদি	জন	-	৩৭.৪৯	৩৭.৪৯	৬	-	১০.০০	১০.০০	১
২।	নির্মান কাজ		১১৯৪.৩৫	৬৫৮.৩৯	১৮৫২.৭৪		১১৯৪.৩৫	৫৫৬.০০	১৭৫০.০০	
৩।	যানবাহন	সংখ্যা	১৫.৮০	১৩.০০	২৮.৮০	২	১৫.৮০	১৩.০০	২৮.৮০	২
৪।	মেডিকেল যন্ত্রপাতি		২৮৬.৪৬	২৬৬.৮৬	৫৫৩.৩		২৪৭.৫৪	১৯৪.৬৭	৪৪২.২১	-
৫।	অন্যান্য যন্ত্রপাতি		২.৯০	-	২.৯০	-	১.৯৫		১.৯৫	
৬।	সার্ভিস	-	-	১১.৩২	১১.৩২	-	০	০	০.০০	
৭।	আসবাবপত্র		-	১৮.৩১	১৮.৩১			১২.০০	১২.০০	
	সর্বমোট		১৪৯৬.৬১	৯৯৬৩.৯৫	২৪৯৩.৫৬	১৪৫৯.৬৪	১৪৫৯.৬৪	৭৮৫.৬৭	২২৪৫.৩১	

৭.০ কাজ অসমাপ্ত থাকিলে উহার কারণ ঃ ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের পরিকল্পনা মাফিক কোন কাজ অসমাপ্ত নেই।

৮.০ সাধারণ পর্যবেৰণ ঃ

৮.১ পটভূমি ঃ বাংলাদেশের বহুবিধ স্বাস্থ্য সমস্যার মাঝে নাক, কান ও গলা সংক্রান্ত স্বাস্থ্য সমস্যা অন্যতম। দেশে বর্তমানে প্রায় ১০ লৰ লোক ক্যান্সারে আক্রান্ত, যার প্রায় ৩০ শতাংশ নাক, কান ও গলার সাথে সম্পৃক্ত ক্যান্সার। উন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বে গত তিন দশকে নাক, কান ও গলা সংক্রান্ত চিকিৎসা, রোগ পতিরোধ ও আক্রান্তদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রভূত উন্নতি সাধিত হলেও আমাদের দেশ এ বিষয়ে অনেক পিছিয়ে আছে। এ বিষয়ে উলেস্নখযোগ্য তেমন কোন সরকারি কর্যক্রম নেই এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে সহজলভ্য নয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার কার্যক্রমের সাথে সংগতিপূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের 'সবার

জন্য স্বাস্থ্য' নীতি বাস্ৰবায়নের জন্য সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়ে উদ্যোগ প্রহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে দেশের কতিপয় সমাজসেবী পেশাদার চিকিৎসক ও অপেশাদার গণ্যমান্য ব্যক্তি নাক কান ও গলার বিভিন্ন জটিল রোগ আক্রান্ৰ রোগীদের চিকিৎসা ও রোগ প্রতিরোধে কাজ করার উদ্যোগ গ্রহন করেন। তাদের অক্লান্ৰ পরিশ্রমে 'ন্যাশনাল ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন' নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছে। উক্ত সংস্থা সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিকৃত । অবকাঠামোগত সুযোগ-সবিধা সৃষ্টি এবং যন্ত্রপাতিসহ হাসপাতালের জন্য জরন্নরী অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহের নিমিত্তে প্রকল্পটি গ্রহন করা হয়।

৮.২ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

(১) নিজস্ব জায়গায় ইএনটি এবং হেড-নেক ক্যান্সার হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ;

(২) ইএনটি, হেড-নেক ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের উপর গবেষনা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং স্নাতকোত্তর প্রশিৰণ এর উদ্যোগ গ্রহন করা ; এবং

(৩) ইএনটি সংক্রান্ৰ রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা এবং হেড-নেক ক্যান্সারসহ ইএনটি সম্পর্কিত রোগের দ্রন্নত চিকিৎসা করা।

৮.৩ প্রকল্পের অনুমোদন ঃ

গত ১৮/০৭/২০০৫ তারিখে প্রকল্পটির (৩৩৬৩.০০ লৰ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্ৰাবের) উপর প্রথম পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় "প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ন্যূনপৰে ২৫% ব্যয় ন্যাশনাল ইএনটি এবং হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশনকে বহন করতে হবে" মর্মে সিদ্ধান্ৰ গৃহীত হয়। উক্ত পিইসি সভার সিদ্ধান্ৰ অনুসরণে ডিপিপি পুনর্গঠন করে (২৪৮৮.৭৩ লৰ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে) অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পুনরায় পেশ করা হলে গত ১৬/০৪/২০০৬ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরবর্তীতে ০৬/০৬/২০০৬ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৎপরবর্তীতে ০৬/০৬/২০০৬ তারিখে তৎকালীন মাননীয় অর্থ ও পরিকল্পনা মন্ত্রীর নিকট সার-সংৰেপ উপস্থাপন করা হলে তিনি সংস্থার অবদান ২৫% এ পরবর্তে৪০% নিধারনের মৌখিক নির্দেশ দেন এবং সে অনুযায়ী উদ্যোগী মন্ত্রণালয়কে ২০ জুন ২০০৬ তারিখে জানানো হয় যে, উক্ত প্রকল্পে নতুনভাবে ২.০০ কোটি টাকা মূল্যের ১টি লিনিয়ার এক্রিলারেটর স্থাপনের প্রস্ৰাবসহ কিছু নতুন অংগ অন্ৰর্ভুক্ত করে ৩৪৪৭.৯৬ লৰ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এবং জুলাই/২০০৮ - জুন/২০১০ মেয়াদে বাস্ৰবায়নের জন্য প্রকল্পটি প্রস্ৰাব করা হয় এবং প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৪০% ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন কর্তৃক বহন করা হবে মর্মে ডিপিপিতে উলেস্নখ করা হয়। প্রকল্পটির উপর গত ৩০/০৪/২০০৮ তারিখে পুনরায় পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ৰ অনুসরণে প্রকল্পের মোট ব্যয় ২৫০০.০০ লৰ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্পটির পুণর্গঠিত ডিপিপি গত ২০/০৫/২০০৮ তারিখে অনুমোদনার্থে প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্ত পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। গত ১৭/০৬/২০০৮ তারিখে প্রকল্পটি ১৪৯৩.৫৬ লৰ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই/২০০৮ হতে জুন/২০১১ পর্যন্ৰ মেয়াদে বাস্ৰবায়নের জন্য যথাযথ কর্তৃপৰ কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

৮.৪ বছর ভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয় ঃ

(লৰ টাকায়)

আর্থিক বছর	এডিপি বরাদ্দ (সংশোধিত)			অবমুক্তি	ব্যয়		
	মোট	টাকা	প্রঃসাঃ		মোট	টাকা	প্রঃসাঃ
২০০৮-০৯	১০০.০০	১০০.০০	-	-	-	-	-
২০০৯-১০	২০০.০০	২০০.০০	-	২০০	২০০	২০০	-
২০১০-১১	৭০০.০০	৭০০.০০	-	৬৫০	৬৫০	৬৫০২২১	-
২০১১-১২	৪০০.০০	৪০০.০০	-	২২১	২২১	২২১	-
২০১২-১৩	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৩৮৬.৩৮	৩৮৬.৩৮	৩৮৬.৩৮	-
মোট	১৮০০.০০	১৮০০.০০	-	১৬৫৭.৩৮	১৪৫৭.৩৬	১৪৫৭.৩৮	

৮.৫ প্রকল্প পরিদর্শন ঃ

গত ১৯.০৫.২০১৪ তারিখে প্রকল্পটির আওতায় বাস্ৱবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়। পরিদর্শনকালে ইএনটি এন্ড হেড-নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশনের সভাপতি ড.এ,কে,এ মবিন ; সাধারন সম্পাদিকা অধ্যাপক (ডাঃ) জাহানারা আলাউদ্দিন, হাসপাতালের উপ-পরিচালক জনাব এম,এ,রউফ এবং প্রকল্প বাস্ৱবায়ন সংশিস্নষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রথমে অংগভিত্তিক ব্যয় পর্যালোচনা করা হয়। অতঃপর প্রতিবেদন প্রণয়নের লৰ্যে সকল তলায় বাস্ৱাবায়িত কাজ পরিদর্শন করা হয়।

৯.০ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ঃ প্রকল্পটি ইএনটি এন্ড হেড নেক ক্যান্সার ফাউন্ডেশন অব বাংলাদেশ কর্তৃক বাস্ৱবায়িত হয়েছে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকতা প্রকল্পের শুরম্ন থেকে শেষাবধি প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন ঃ

ক্রমিক নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	যোগদানের তারিখ	বদলীর তারিখ
০১।	জনাব একেএ, মবিন	২৮/১০/২০১০	৩০/০৬/২০১৩

১০.০ প্রকল্পের অংগভিত্তিক অগ্রগতি ঃ

১০.১ প্রকল্পের জনবল ঃ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প পরিচালক, প্রকল্প সমন্বয়কারী, কম্পিউটার অপারেটর, হিসাব রৰক, অফিস সহকারী ও এমএলএসএস পদে মোট ৬ জন জনবলের সংস্থান থাকলেও কেবল প্রকল্প সমন্বয়কারী পদে একজন নিয়োগ দেয়া হয়েছে। প্রকল্প পরিচালকসহ অন্যান্য পদে ফাউন্ডেশনের বিদ্যমান জনবল কাজ করেছে এবং এ বাবদ প্রকল্প হতে কোন ব্যয় নির্বাহ করা হয়নি। এখাতে মোট ১০.০০ লৰ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১০.২ নির্মাণকাজ ঃ ফাউন্ডেশনের নিজস্ব জমিতে (৩৩ শতাংশ) ১২ তলা ফাউন্ডেশনে ৫ তলা পর্যন্ৱ ভবন নির্মান কাজ হয়েছে। এতে ২টি বেজমেট রয়েছে। হাসপাতাল ভবনের নীচতলায় বহির্বিভাগ জেনারেটর/ইলেকট্রিক ষ্টেশন, রিসেপশন, প্রশাসনিক কৰ ; দোতলায় কনফারেন্স রম্নম, ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের জন্য অফিস কৰ, কনসালট্যান্টস-এর চেম্বার ; তিনতলায় প্যাথলজী, এক্স-রে অডিওমেট্রি ; চারতলায় অপারেশন থিয়েটার (৩টি), পোষ্ট অপারেটিভ ওয়ার্ড ও আইসিইউ এবং পাঁচতলায় সাধারন রোগীর বিছানা ও কেবিন-এর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫ তলা পর্যন্ৱ নির্মিত ভবনে ১০টি কেবিন ও ৪০ টি বিছানার সংস্থান রাখা হয়েছে।

১০.৩ যানবাহন ক্রয় ঃ প্রকল্পটির আওতায় ডিপিপি'র সংস্থান অনুযায়ী সরকারী অর্থে একটি Voxy মাইক্রোবাস এবং ফাউন্ডেশনের অর্থে ১টি এ্যাম্বুলেন্স ক্রয় করা হয়েছে। ডিপিপি'র সংস্থানকৃত ২৮.৮০ লৰ টাকার পুরো অর্থ ব্যয় হয়েছে।

১০.৪ মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি সংগ্রহ ঃ প্রকল্পের আওতায় এ্যানেসথেসিয়া মেশিন, এ্যানেসথেসিয়া ট্রলি, লেরিঙ্গোস্কোপ, এন্ডোস্কোপ, অপারেটিং মাইক্রোস্কোপ, অডিওমিটার, টিমপেনোমিটার, এক্স-রে মেশিন, আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন ইত্যাদি যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। ডিপিপি'তে সংস্থার অর্থায়ন হিসেবে প্রাক্কলিত ব্যয় ২৬৬.৮৬ লৰ টাকা হতে ১৯৪.৬৭ লৰ টাকার যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করা হয়েছে। অর্থাৎ এ খাতে সংস্থার অর্থায়ন হিসেবে প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ৭২.১৯ লৰ টাকা খরচ করা হয়নি।

১০.৫ আসবাবপত্র সংগ্রহ ঃ এ খাতে সংস্থানকৃত সংস্থার ১৮.৩১ লৰ টাকা হতে কেবল ১২.০০ লৰ টাকার আসবাবপত্র সংগ্রহ করা হয়েছে।

১১.০ মাঠ পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য ঃ

গত ১ জুলাই ২০১৩ তারিখ হতে হাসপাতালটির বহির্বিভাগ ও অন্ৱঃবিভাগ চালু করা হয়েছে। বহির্বিভাগে সরাসরি আসা রোগীকে ফাউন্ডেশনের রোগী এবং বাহিরের বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের চেম্বার হতে প্রেরিত রোগীদেরকে Private রোগী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এছাড়া ফ্রি ফ্রাইডে ক্লিনিক হিসেবে প্রতি শুক্রবার ১ জন বিশেষজ্ঞ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। অন্ৱঃবিভাগে ফাউন্ডেশনের রোগী ও প্রাইভেট রোগীদের জন্য বিছানা পৃথক করা আছে। ফাউন্ডেশনের রোগীর ৰেত্রে রোগীর অবস্থাভেদে বিভিন্ন রোগীকে হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানসহ হিয়ারিং এইড ক্রয়ে সহায়তা দেয়া হয়ে থাকে। হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা সার্ভিস চালু করা হয়েছে। বহির্বিভাগে প্রতিদিন প্রায় ৫০-৬০ জন রোগী আসেন। ইনডোরে ১৫ জন রোগী ভর্তি দেখা গেছে, যার মধ্যে ২ জন ফাউন্ডেশনের রোগী। শুক্রবারে ২০-২৫ জন রোগী আসেন। প্যাথলজী এবং রেডিওলজী পুরোপুরি চালু হয়নি। নিয়মিত অপারেশন চলছে।

পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, হাসপাতালটি জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট ও হাসপাতাল এবং নির্মাণাধীন মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের পিছনে এবং এদের আড়ালে অবস্থিত। নিটোর-এর বিপরীতে চক্ষু হাসপাতালের পূর্ব দিক দিয়ে Access Road শুরুতে ছোট একটি সাইনবোর্ড রয়েছে। নীচ তলায় বহির্বিভাগে আনুমানিক ৬০-৭০ জন রোগী/লোকজন চিকিৎসার জন্য দেখা গেছে। ২য় তলায় একটি সুসজ্জিত কনফারেন্স রুম রয়েছে, যার আনুমানিক ধারণক্ষমতা প্রায় ১০০ জন। ৫ তলার উত্তর পার্শ্বে কেবিন এবং দক্ষিণ পার্শ্বে সাধারণ বিছানা । পরিদর্শনের দিন কেবিনে কোন রোগী ছিল না। ৪ তলায় ICU এর জন্য খালি স্পেস রাখা আছে।

১২.০ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও অর্জন ঃ

প্রকল্পের উদ্দেশ্য		অর্জন	
(ক)	নিজস্ব জায়গায় ইএনটি এবং হেড-নেক ক্যান্সার হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করা ;	(ক)	নিজস্ব জমিতে মোট ১৪,৪৯০ বর্গফুট বিশিষ্ট ১২ তলা ফাউন্ডেশনে ৫ তলা হাসপাতাল ভবন নির্মিত হয়েছে।
(খ)	ইএনটি এবং হেড নেক ক্যান্সার এবং অন্যান্য রোগের উপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং স্নাতোকোত্তর প্রশিক্ষণ এর উদ্যোগ গ্রহণ করা; এবং	(খ)	ইএনটি, হেড-নেক ক্যান্সার বিষয়ে গবেষণা কার্য এবং স্নাতোকোত্তর কোর্স চালু করা হয়নি। হাসপাতালটি পুরোদমে চালু হলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হবে মর্মে উপস্থিত সংশিস্নষ্টরা জানিয়েছেন।
(গ)	ইএনটি সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধে জনসচেতনাতা সৃষ্টি করা এবং হেড-নেক ক্যান্সারসহ ইএনটি সম্পর্কিত রোগের দ্রুন্নত চিকিৎসা করা।	(গ)	ইএনটি/হেড-নেক ক্যান্সার বিষয়ে বহিরাঙ্গনে কার্যক্রম চলছে, যেখানে ডাক্তাররা রোগী স্ক্রিনিং করে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন।

১৩.০ উদ্দেশ্য পুরোপুরি অর্জিত না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ প্রযোজ্য নয়।

১৪.০ বাস্ত্মবায়ন সমস্যা ঃ

১৪.১ প্রকল্পটি মূলত ইএনটি/হেড-নেক ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে। নির্মিত হাসপাতালটিতে ক্যান্সার বিষয়ে আধুনিক চিকিৎসা সেবার জন্য পূর্নকালীন বিশেষজ্ঞ জনবল এবং রেডিয়েশন ইউনিট নেই। LINAC (Linear Accelerator) ক্যান্সার চিকিৎসায় একটি গুরুত্বপূর্ন যন্ত্র, যা এখনও সংগ্রহ করা হয়নি। এখন পর্যন্ত ইএনটি/হেড-নেক ক্যান্সার চিকিৎসাকে প্রাধান্য দিয়ে হাসপাতালটি পরিচালনা করা হচ্ছে না। এতে এ ধরনের ক্যান্সার রোগীরা আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ হতে বঞ্চিত হচ্ছেন।

১৪.২ একই হাসপাতালে দু'ধরণের রোগী (ফাউন্ডেশনের রোগী ও প্রাইভেট রোগী) পাশাপাশি চিকিৎসা করা হচ্ছে। একই হাসপাতালে চিকিৎসা প্রদানের ক্ষেত্রে রোগীদের এভাবে বিভাজন করা হলে চিকিৎসকসহ স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারী কর্তৃক রোগী পরীক্ষায় যত্ন, সময় প্রদান, পরামর্শ প্রদান ইত্যাদি দ'ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে তারতম্য (Inequality) সৃষ্টি করতে পারে, যা মোটেই সমীচীন হবে না ;

১৪.৩ মূল সড়কের সাথে হাসপাতালটির সংযোগ সড়কে বড় ধরণের কোন সাইনবোর্ড নেই ;

১৪.৪ হাসপাতালটি Strategic এ অবস্থিত। অর্থাৎ শেরে বাংলা নগরস্থ হাসপাতাল জোন-এ এর অবস্থান। এছাড়া চক্ষু হাসপাতালের সন্নিহিত উত্তর-পার্শ্বে এর অবস্থান। এক্ষেত্রে ইএনটি এবং চক্ষু চিকিৎসায় One Area Service প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে এ হাসপাতালের প্রচার -প্রচারণা কম। অর্থাৎ হাসপাতালটির আওতায় প্রদত্ত সেবাসমূহ এবং গরীবদের জন্য প্রদত্ত সুবিধাদি সম্পর্কে গণমাধ্যমে (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায়) কোন প্রচার প্রচারণা নেই; এবং

১৪.৫ দরিদ্র রোগীকে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট গাইড লাইন প্রণয়ন করা হয়নি।

১৫.০ সপারিশমালা ঃ

১৫.১ নবনির্মিত এ হাসপাতালের অন্যতম বিভাগ হিসেবে রেডিয়েশন ইউনিট চালুর লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ সত্বর প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৫.২ হাসপাতালটির আওতায় প্রদত্ত স্বাস্থ্য সেবা সুবিধা (সিটিজেন চার্টার) উলেস্নখপূর্বক সকলের দৃষ্টিগোচরে একটি সাইনবোর্ড লাগাতে হবে;

১৫.৩ হাসপাতালের রোগীদের ফাউন্ডেশন রোগী ও প্রাইভেট রোগী হিসেবে বিভাজন করা যাবে না। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;

১৫.৪ হাসপাতালটিতে দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে/স্বল্পমূল্যে সেবা প্রদান সম্পর্কিত একটি গাইড লাইন প্রণয়ন করতে হবে;

১৫.৫ হাসপাতালের রোগী সংক্রান্ত তথ্যাদি স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এমআইএস শাখায় যথারীতে প্রেরণ করতে হবে; এবং

১৫.৬ হাসপাতালটির আওতায় প্রদত্ত সেবা সম্পর্কে গণমাধ্যেমে প্রচার-প্রচারণা চালানো প্রয়োজন।